ঈদুল আযহা

এমরান চৌধুরী

বছর ঘুরে আবার আমাদের দোরে কড়া নাড়ছে ঈদুল আযহা। এটি আমাদের তথা মুসলিম সমাজের দ্বিতীয় ঈদ-উৎসব। তোমরা জানো, মুসলমানদের বছরে দুটো দিন আছে। তার একটি ঈদুল ফিতর, অন্যটি ঈদুল আযহা। পুরো এক মাস সিয়াম (রোযা) সাধনা করার পর পরম করুণাময় আল্লাহ্ তা'আলা রোযার পুরস্কার হিসেবে ঈদুল ফিতর পালনের নির্দেশ দিয়েছেন আর এই ঈদের খুশি মিলাতে না মিলাতেই পেয়ে যাই আর এক ঈদের দেখা। যার নাম ঈদুল আযহা।

তোমরা লক্ষ্য করেছো, দুটো উৎসব বা অনুষ্ঠানের আগের শব্দ ঈদ। আর এই ঈদ শব্দের অর্থ আমরা সবাই জানি। কি? 'ঈদ মানে হাসিখুশি/ঈদ মানে ছন্দ/ ঈদ মানে ভুলে থাকা/ দ্বিধা আর দ্বন্দ্ব।' দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ভুলে প্রত্যেক মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও সমবেদনা সঞ্চার করাই প্রতি ঈদের লক্ষ্য। এটি হলো ঈদের দৃশ্যমান দিক। ঈদের দিনে কোলাকুলি করা, পরস্পরের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, কুশলাদি জিজ্ঞাসা, সাধ্যমত সাহায্য-সহযোগিতা এগুলো হলো সবই দৃশ্যমান দিক। দুটো ঈদের মূল শিক্ষা কিন্তু অন্য খানে আর তা হলো সংযম ও ত্যাগ। আমরা একটা প্রবাদের কথা জানি, 'ভোগে নয় ত্যাগেই সুখ।' ত্যাগের যে কতো সুখ একটু ভাবলে তা নিজেরাও বুঝতে পারবে। ধরো তুমি ঈদে দুটো জামা পেয়েছো। তোমার যদি মাথায় আসে, চাচাত ভাইকে একটা জামা দেওয়া দরকার এবং সে বোধ থেকে যদি একটি জামা তাকে দিয়ে দাও, তাহলে দেখবে তোমার বুকে কেমন আনন্দ। আর চোখে মুখে কেমন খুশির ঝলকানি।

ঈদুল আযহা অর্থ কুরবানির খুশি। মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, গরু কিনবো, জবাই করবো, গোশত খাবো। এখানে খুশির কি আছে? আছে। আমরা সবাই জানি, এ কুরবানি আত্মত্যাগের এক সুমহান নিদর্শন। আল্লাহ্ প্রেমিক ও পিতৃ স্নেহের কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক আল্লাহর নবীর সুমহান আত্মত্যাগের মহা স্মারকরূপে পালিত হয় এ দিনটি। হযরত ইব্রাহিম আলায়হিস্ সালাম ও তাঁর পুত্র হযরত ইসমাঈল আলায়হিস্ সালাম-এর সৃষ্টি জগতের অতুলনীয় ত্যাগের আনন্দ তার উজ্জ্বল নিদর্শন এই কুরবানি। কুরবানির কতগুলো নিয়ম আছে, সে নিয়মগুলো যথাযথ প্রতিপালনের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত ত্যাগের মহিমা। তাই ঈদুল আযহা নিছক কোন অনুষ্ঠানের নাম নয়। এটি একটি পবিত্র ইবাদত। নামায যেমন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে, অনুরূপ কুরবানিও এক আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে করতে হয়। ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন নামে পশু জবাই করলে তা কুফর ও শিরিক হিসেবে গণ্য হয়। জিলহজ্ব মাসের ১০ তারিখে ঈদুল আযহার দুই রাকাআত ওয়াজিব নামায শেষে কুরবানি করা সামর্থবান নারী-পুরুষের একান্ত কর্তব্য। তবে খেয়াল রাখতে হবে কুরবানি যেন লোক দেখানো কিংবা গোশতা খাওয়ার জন্য না হয়। ছাগল, ভেড়া, গরু, মহিষ, দুম্বা বা উট কুরবানি করা যায়। বন্যপ্রাণী হরিণ বা অন্য কোন দামি প্রাণী কুরবানি করা জায়েয নয়। নিখুঁত প্রাণী কুরবানি করা প্রধান শর্ত। ছাগল, দুম্বা, ভেড়া একজনে, গরু, মহিষ বা উট সাতজনে পর্যন্ত কুরবানি করতে পারে। কুরবানির গোশত তিনভাগে ভাগ করে এক ভাগ ফকির মিসকিন, একভাগ আত্মীয়-স্বজন এবং এক ভাগ নিজের জন্য রাখা মুস্তাহাব। এই যে কতগুলো নিয়ম বা শর্তের কথা বলা হলো তার কতটা প্রতিপালিত হয় তা জানার বিষয়। এ নিয়মগুলো মানা না মানার জন্য বড়দের পাশাপাশি তোমাদের ভুমিকাও কম নয়। তোমরা অনেক জেদ ধরো বা কৌতুলী হও বড় গরু বা পছন্দের লাল গরুটি কেনার জন্য। এটা মোটেই ঠিক নয় কারণ গরু বা ছাগল কেনা হবে সামর্থ্য অনুযায়ী। যার যতটুকু সামর্থ্য আছে তিনি ততটুকু হাত বাড়াবেন। ঋণ করে ঘি খাওয়ার মতো ধার বা কর্জ করে বড় গরু কেনার মানে হয় না। কুরবানির পশু লাল হতে হবে, কিংবা বড় হতে হবে এমন কোন শর্ত নেই। শর্ত হলো পশুটি নিখুত অর্থাৎ সুন্দর ও রোগমুক্ত হতে হবে। বর্তমান সমাজে কিছু লোক আছে যারা গরু কেনার প্রতিযোগিতায় নামে। কার চেয়ে কে বড় গরু কিনতে পারে। এ অন্যায় প্রতিযোগিতা ও লোক দেখানো বড়লোকী ভাব দেখানোর জন্য যারা গরু কিনে কুরবানি দেবেন আল্লাহর কাছে তাদের কুরবানি পৌঁছবে কিনা সংশয় থেকে যায়। আবার যারা কৃপণ, অর্থবিত্তকে যক্ষের ধনের মতো আঁকড়ে রাখেন, টাকা বাঁচানোর জন্য হাড্ডিসার কিংবা কদাকার গরু কুরবানি করে আল্লাহ্ তাদের কুরবানি কবুল করবে কীনা প্রশ্ন থাকবেই। আবার অনেকে কুরবানি করার পর আত্মীয় ও গরীব মানুষের হক আদায় না করে ডিপ ফ্রিজের উচ্চতা বাড়ান। এটাও মোটের উপর গ্রহণযোগ্য নয়।

তাই লোক দেখানো কুরবানি কিংবা গোশত খাওয়ার জন্য কুরবানি কোনটাই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কুরবানি তখনই যথার্থ কুরবানি হবে যখন মানুষ লোভমুক্ত অন্তরে আল্লাহর নির্দেশিত পথে কুরবানি দেবেন। এ ব্যাপারে ছোটবেলা থেকেই তোমাদের সচেতন হতে হবে এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসা, নৈকট্য ও আনুগত্যের যথাযথ অনুশীলন করতে হবে।

কুরবানি
দেওয়ান আজিজুর রহমান

দিকে দিকে পড়েছে সারা
কুরবানির ঈদ এলো তাই
আল্লাহর রাহে দেবে কুরবানি
তাবৎ বিশ্বের মুমিন ভাই।

কুরবানি দেয়ার তাকিদ এসেছে
বিত্তশালীদের তরে
তাই তাজা পশু কুরবানি দেবে
আল্লাহর নাম স্মরে।

গরীব-দুঃখীদের হিস্‌সা রয়েছে
ধনীদের কুরবানির পরে
তাইতো খুশীর ঢল নেমেছে
মিসকিন-নিঃস্বদের ঘরে।

ধনী-গরীবের রইবেনা ভেদাভেদ
এক কাতারে পড়বে নামায
বুকের সাথে বুক মিলাবে
সব বৈষম্য মুছে ফেলবে আজ।

শরৎ রাণী আসে
এয়াকুব সৈয়দ

সাদা মেঘের ভাসছে ভেলা
শরৎ কাশের ফুল
সবুজ সবুজ দূর্বাঘাসে
শিউলি ফুলের দুল।

আকাশ নীল রামধেনুকে
নেয় যে কেড়ে মন
মিষ্টি রোদের লুকোচুরি
কি অপরূপ বন।

এমনি করে প্রতিবছর
শরৎ রাণী আসে
মৌ ছড়িয়ে মৌমাছিরা
ফুলে ফুলে হাসে।

লাল গরু
মানজুর মুহাম্মদ

খোকার চোখে চোখ রেখেছে
ঈদের হাটের লাল গরু,
এই গরুটার চোখটা মায়ার
শিংটা বাঁকা, খুব সরু।

এই গরুটার গলার মালায়
লাল হলুদের ঝিক-মিকি,
গায়ে মাখা জরির গুঁড়ো
রূপোর আলোর চিক-মিকি।

এই গরুটাই কিনবে খোকন
গরুটা খুব মন কাড়া,
কিন্তু বাবা কিনল শেষে
পুঁচকে ছাগল শিং ছাড়া।

বাঁচার উপায়
জাহাঙ্গীর আলম জাহান

দফায় দফায় গ্যাস-বিদ্যুৎ
আর জ্বালানির দাম বাড়ে
মধ্যে পড়ে আমজনতার
টেনশন আর ঘাম বাড়ে।

ব্যয় বাড়ে আয় বাড়ে না
বরকত নেই রোজগারে
বাঁচতে গিয়ে ঋণের বোঝা
চাপছে এসে রোজ ঘাড়ে।

মূল্য বাড়ার আগুন-তাপে
পুড়ছে মানুষ, ঘরবাড়ি
বাজার যেন শাখের করাত
মুণ্ডুপাতের তরবারি।

কী যে কঠিন এই বাজারে
ঘর-সংসার চালানো
বেঁচে যাবার উপায় এখন
জীবন থেকে পালানো।

গরুর বাজার
তালুকদার হালিম

সব জায়গায় কড়াকড়ি
গরু দেয়া হবে না
সস্তা দামে না পেলে তো
আমার নেয়া হবে না।

ঘরের শিশু কিশোরেরা
অপেক্ষাতে থাকবে
লাল কিংবা সাদা বড়
গরুর বায়না রাখবে।

বায়না কি আর রাখা যাবে
অল্প টাকা কড়িতে
দাম হাঁকাবে বেপারীরা
বড় গরুর দড়িতে।

যাক না দেখা সময় আছে
যদি মিলে দেশী
ছোট একটা কিনে নেবো
দাম হবে না বেশী।

শরৎকাল
আবু বকর হারুন

সাদা সাদা মেঘের ভেলা
নীলাভ আকাশ জুড়ে,
মৃদুমন্দ বায়ুর দোলা
মেজাজটা ফুরফুরে।

পদ্মফোটা বিলের ওপর
চিলের ওড়াউড়ি,
স্বচ্ছজলে ট্যাংরা পুটি
খেলছে লুকোচুরি!

শিউলি ঝরা শরৎকাল
শিশির ভেজা ঘাস,
কি মজা আজ লাগছে দেখে
স্বচ্ছ নীলাকাশ।

নদীর দু'ধার ছাপিয়ে এখন
শুধুই যে কাশবন,
ধীরে ধীরে শরৎঋতু
কাড়ছে আমার মন।